এমপি টগরের সাথে মতবিনিময় করলেন শিকড়ের সদস্যরা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের সাথে মতবিনিময় ও ফুলের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন সে¦চ্ছাসেবী সংগঠন শিকড়ের সদস্যরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের বাড়িতে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার সমস্ত কার্যক্রম তুলে ধরেন সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিকড় সমাজকল্যাণ সংস্থার তুহিনুজ্জামান, লাবনী, মফিজুল ইসলাম, ওমর ফারুক, তনু, সাদিয়া, কবির আল চপল, রমজান হোসেন, মিম, সোহেল রানা, কামরুননাহার প্রমুখ।

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৬ ব্যবসায়ীর জরিমানা

জীবননগরে লাইসেন্স না থাকায় ৬ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর শহরে লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধে কাপড় ব্যবসায়ী, হার্ডওয়ারী ব্যবসায়ীসহ ৬ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন ।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুরে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বামা মেশিন দিয়ে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করছে ইউনিয়ন পরিষদের দুই মেম্বর। সরকারি কাজের নামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম ভাঙ্গিয়ে দীর্ঘদিন এ বালি ব্যবসা চালিয়ে আসছে তারা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর ও নাগদাহ গ্রামের সারোয়ার মেম্বর দলবদ্ধ ভাবে এ বালি উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে বসতবাড়ি ও বাগানের পাশের পুকুর থেকে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এ বালি গুলো সরকারি আশ্রয় প্রকল্পের নামে উত্তোলন করা হলেও তা খুচরা বাজারে ও বিভিন্ন বাড়ির কাজের জন্য বিক্রয় করে।

এ দিকে, গত নভেম্বর মাসে নাগদাহ ইউনিয়নে এ দুই ইউপি সদস্যদের যোগসাজসে বলিয়ারপুর গ্রামের মাঠের মধ্য থেকে প্রায় ৩ শতাধীক গাড়ি বালি উত্তোলন করে। যার বাজার মূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা।

এ বালিগুলো নাগদাহ ও খাসকররা ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য উত্তোলন করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি নির্দেশ প্রদান করেন।

মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী বালি উত্তোলন করে খুচরা বসত বাড়িতে বিক্রয় করে। আবারো নাগদাহ ও খাসকররা, জামজামি ইউনিয়নের প্রকল্পের নামের বালি উত্তোলনের নির্দেশ দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ বালি উত্তোলনের ঘটনায় আলমডাঙ্গার বালি ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা ত্রিব্য সমালোচনা করেন। বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কোটি কোটি টাকার রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি কাজ স্থগিত রয়েছে। তবে, ইউপি সদস্যদের কেনো মৌখিক অনুমোদনের নামে তাদের বালি ব্যবসায় সহযোগীতা করছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

В самом начале пути, когда мы впервые встретились, наши взгляды были направлены в разные стороны. Ты смотрела на восток, я — на запад. Мы не знали, что нам предстоит пройти вместе.

Наши дороги пересекались трижды. Первый раз — у старого колодца, где ты набирала воду, а я просил напиться. Второй — на ярмарке, где мы оба искали одного и того же человека. Третий — в лесу, когда нас застала гроза.

Глава 1. Встреча у колодца

Колодец был старый, с замшелыми камнями и скрипучим воротом. Ты крутила ручку, а я стоял рядом и ждал. Ты не спросила, кто я и откуда. Просто налила воду в ковш и протянула мне.

Я выпил. Вода была холодная, с привкусом железа и чего-то ещё — может быть, ягод, которые росли неподалёку. Я поблагодарил и хотел идти дальше, но ты сказала, что тоже направляешься в город, и предложила идти вместе.

Я согласился. Сам не знаю почему. Может, потому что устал идти один. Может, потому что твои глаза напомнили мне кого-то, кого я давно потерял. Или потому что ты была первым человеком за много дней, который не испугался меня.

Мы шли молча почти час. Потом ты спросила, как меня зовут. Я ответил. Ты назвала своё имя. Мы снова замолчали. Но это было уже другое молчание — не чужое, а общее.

Я не знал тогда, что это молчание будет длиться годы. Что мы будем вспоминать его, сидя у костра, и каждый раз находить в нём что-то новое. Что оно станет нашим первым общим воспоминанием, которое никто не сможет у нас отнять.

Но тогда я просто шёл рядом с тобой и чувствовал, как что-то внутри меня, что долго было холодным и твёрдым, начинает медленно оттаивать.

কথা হয় প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদের সঙ্গে, তিনি বলেন এটা আমি জানতাম না। গতকালকে একজন ফোন করে আমাকে বলেছিল। আর আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। এরপর তিনি লোক পাঠান সরেজমিনে ওই ওয়ার্ড পরিদর্শনে। এর আগেই তা বন্ধ হয়ে যায় ফেসবুকের বদৌলতে। এদিকে বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর পৌরসভায় ১নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই হবে দ্বিমুখী

৩০ জানুয়ারীর নির্বাচনে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন ৩ জন প্রার্থী। তবে মূল লড়াই হবে ২ জন প্রার্থীর মাঝে এমনটাই জানালেন সাধারণ ভোটাররা। এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করলেন ৩ প্রার্থীই।

এ নির্বাচনে আরো কয়েকটি ওয়ার্ডের ন্যায় জমে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট যুদ্ধ। দুদসরা-ভবানিপুর নিয়ে এ ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডের রয়েছে ১০ টি পাড়া। পাড়াগুলো ঘোষপাড়া, কারিগর পাড়া, জোল পাড়া, দেশ পাড়া, ঘাট পাড়া, হঠাৎ পাড়া, গাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, দাস পাড়া, হালদার পাড়া। নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে মাঠে লড়ছেন ৩ জন প্রার্থী।

যার মধ্যে রয়েছেন বর্তমান প্যানেল মেয়র ও বহুবার নির্বাচিত আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু), গেল নির্বাচনের মাহবুব খান হানিফ ও নতুন মুখ দেবদাস ভট্রাচার্য। এ ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭৪৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩৭১ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩৭২ জন।

ভোট নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু) বলেন, ভোট অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলে ৫ম বারের মত পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হব। বহুবার নির্বাচিত হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমি বার বার নির্বাচিত হই।

সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ী হবার কথা জানালেন এবার নির্বাচনের নতুন মুখ দেব দাস ভট্রাচার্য।

মাহবুব খান বলেন, বর্তমান কাউন্সিলর ৪ বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ওয়ার্ডের কোন উন্নতি করেননি। অনুন্নত হয়ে পড়ে আছে রাস্তা-ঘাট, পানির লাইন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এ কারণে এ নির্বাচনে ওয়ার্ডবাসী আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। তারা এবার পরিবর্তন দেখতে চাই। কথা হয় দেশ পাড়ার বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে, তিনি বলেন ভালো ভোট হলে সেন্টু ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দী থাকবে না। এমনকি অন্য প্রার্থীদের জামানত বাঁচবে না। রশিদুল ইসলাম বলেন প্রতিযোগিতা হবে মাহবুব খান হানিফ ও সেন্টু ভাই এই দুই জনের মধ্যে।

মসজিদ পাড়ার মোস্তফা ও রবিউল ইসলাম জানান, এবার নির্বাচনে এলাকাবাসী পরিবর্তন চাচ্ছে। তিনি চারবার পাশ করেছেন। তবে তেমন কোন উন্নয়ন নাই। ড্রেন নাই, পানির লাইন নাই। বিদ্যুতের খুঁটি আছে বিদ্যুৎ নাই। তারা আরো বলেন ভোট আসলে কিছু শাড়ি-কাপড় দিয়ে ভোট করে নেন। এরপর আর কোন খোজ থাকে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা শেষে সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় ও সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ

শফিউল ইসলাম, জেলা অর্থ সম্পাদক মোঃ মামুনুর রহমান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট অত্র সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করেন।

সমিতির সম্পত্তিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট যে অফিস আছে তা ভাড়াটের নিকট থেকে অবমুক্ত করে সেটির যথাযথ ব্যবহারসহ সমিতির সভা-সমাবেশ ও যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সদর উপজেলা শাখা কমিটির সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা নির্বাহী সদস্য মোঃ মাহবুব আলম, সাবেক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরৈাজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম- সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ম-সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন্নাহার,

সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, অর্থ সম্পাদক মোঃ সাইদুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আরিফুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা,

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউট সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা আফরোজ, শামীমা ইয়াসমীন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম ও লালন কুমার।

ঝিনাইদহে অপহরণকারী গ্রুপের প্রধানসহ ৫ সদস্য গ্রেফতার

ঝিনাইদহ র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে শহরের আরাপপুর এবং মুজিবচত্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুক্তিপণ দাবিকারী সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধান লিখনসহ ৫ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, বসির বিশ্বাসের ছেলে লিখন বিশ্বাস (২৬), শাহাদত লস্করের ছেলে মিরাজ লস্কর (২০), জিন্নাহ বিশ্বাসের ছেলে তুহীন বিশ্বাস (২৩) ও কামরুল হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন।

এদের সবার বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গিলাবাড়িয়া গ্রামে। এর আগে রাকিবুল ইসলাম (২৫) নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করে র্যাব।

হরিণাকুণ্ডতে আ’লীগের আরো ৩ নেতা বহিষ্কার

ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিভেদ আর কোন্দল বাড়ছে হরিণাকুণ্ডু আওয়ামী লীগে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আরো বহিষ্কার হলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ৩ নেতা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিণাকুণ্ডু পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোঃ ফারুক হোসেনের বিপক্ষে কাজ করার অভিযোগে শাসকদলের ৩ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৬ নেতাকে বহিষ্কার করলো জেলা আওয়ামী লীগ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ। ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাজেদুর রহমান টানু মল্লিক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম পিলু মল্লিক ও হরিণাকুন্ডণ্ডু পৌর আওয়ামী লীগের সহ-

সভাপতি মামুনুর রশিদ আজাদ মল্লিককে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই তিন নেতা আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন বলে তদন্তে প্রমাণ পেয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগ। এই ৩ ব্যক্তি নৌকার বিপক্ষে ভোট করতে ভোটারদের উৎসাহিত করছেন বলে জেলা আওয়ামী লীগ তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী (জগ মার্কা) সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিকের সাথে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই বলেও জানানো হয়।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে একজনের জেল

গাঁজা রাখার অপরাধে রুহুল আমিন নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

রুহুল আমিন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের আফাজউদ্দিনের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জুন তৎকালীন মেহেরপুরের গাংনী র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাংনী এলাকা থেকে রুহুল আমিন কে গ্রেপ্তার করেন, ঐ সময়ে রুহুল আমিনের ব্যবহারকারী নসিমন থেকে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার সেশন কেস নং ৩৩৬/১৬ জি আর কেস নং ২০০/১৬। মামলায় মোট ৭ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে রুহুল আমিন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট কাজী শহিদ এবং আসামিপক্ষে এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ’ প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে রোড পেইন্টিং ও বোর্ড স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম এর নেতৃত্বে রোড পেইন্টিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যর দোকান থাকবেনা, এই ঘোষণা

অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের সিনিয়ির সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক, নাসির উদ্দীন, আবু হানিফা, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক এমএ হাসান সুমন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দৌলা রেজাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।